মহান মে দিবস-২০১৮

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

মঙ্গলবার, ১ মে ২০১৮, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

শ্রমিক ও মালিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ,

শ্রমজীবী ভাই-বোনেরা,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

আজ পয়লা মে। মহান মে দিবস। বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের দিন। আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের অগণিত শ্রমজীবী মানুষকে মে দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং তাঁদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছি।

এদিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি, ৩০ লাখ বীর শহিদকে, দু'লাখ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনকে এবং শহিদ জাতীয় চার নেতাকে।

শ্রমের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের মর্যাদা রক্ষা করা এবং দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করার দাবীতে ১৮৮৬ সালের পয়লা মে শ্রমিকেরা তিনদিনের সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। ৮ মে শিকাগোর হে মার্কেট স্কোয়ারে শ্রমিক সমাবেশে গুলিবর্ষণ করা হয়। বহু শ্রমিক মারা যায়। সেই থেকে সারাবিশ্বে পয়লা মে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি' দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আজীবন শোষিত-বঞ্চিত, মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে বলেছিলেন,''আমি যে সুখী ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছি, সংগ্রাম করেছি এবং দুঃখ ও নির্যাতন বরণ করেছি সেই বাংলাদেশ এখনও আমার স্বপ্নই রয়ে গেছে। গরীব কৃষক ও শ্রমিকের মুখে যতদিন হাসি না ফুটবে ততদিন আমার মনে শান্তি নাই। এই স্বাধীনতা আমার কাছে তখনি প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে যেদিন বাংলাদেশে কৃষক, মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে।''

এই শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জাতির পিতা সংবিধানের ১৪ ও ১৯ অনুচ্ছেদে মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭২ সালে শ্রমনীতি প্রণয়ন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে তিনি পরিত্যক্ত কল-কারখানা, ব্যাংক, বীমা জাতীয়করণ করেন। মজুরি কমিশন গঠন করেন। মে দিবসে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন।

প্রিয় শ্রমজীবী ভাই-বোনেরা,

আওয়ামী লীগ যখনই সরকারে এসেছে, শ্রমিক, মেহনতি, খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে শান্তি, উৎপাদন ও উন্নয়ন নিশ্চিত করেছে। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করাই আমাদের অন্যতম অঙ্গীকার।

আমাদের সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ ও শিল্প উন্নয়নে নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। সেসময় ১ লাখ ৬ হাজার ৭৭৭টি ছোট-বড় শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়। এতে লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল।

২০০৯ থেকে এই ৯ বছরে আমরা আপনাদের কল্যাণে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। বিভিন্ন খাতে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণে 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল' গঠন করেছি। বর্তমানে এ তহবিলে জমা আছে ২০০ কোটি টাকার বেশি। যা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক যেকোন খাতে নিয়োজিত শ্রমিকরা বিভিন্ন প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন। আমরা গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের সার্বিক কল্যাণে শ্রম আইন সংশোধন করে, প্রথমবারের মত একটি কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন করেছি। এ তহবিলের টাকা এ শিল্পের শ্রমিকদের বিভিন্ন কল্যাণে ব্যয় করা হচ্ছে।

আমরা গার্মেন্টস শিল্পখাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৬০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ হাজার ৩ শত টাকায় উন্নীত করেছি। আবারও গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন বাড়ানোর পদক্ষেপ নিয়েছি। এজন্য গঠিত মজুরি বোর্ড কাজ করছে। অচিরেই মালিক-শ্রমিক, সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নতুন নিম্নতম মজুরি-কাঠামো ঘোষণা করা হবে। শ্রমিকদের জন্য রেশনিং প্রথা চালু করেছি। শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র, স্কুল, হাসপাতাল, ডরমিটরি নির্মাণ করেছি। জোট সরকারের আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া কল-কারখানা চালু করেছি।

সুধিবৃন্দ,

শ্রমকল্যাণ নিশ্চিতকরণে আমরা 'জাতীয় শ্রমনীতি, ২০১২' প্রণয়ন করেছি। 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫' প্রণয়ন করেছি। 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩' এবং 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১' প্রণীত হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল' গঠন করা হয়েছে। শিল্প-কারখানায় কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করেছি।

অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তুলতে সরকার নিরন্তর কাজ করছে। বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করছি। এশিয়া ও ইউরোপসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে সম্মানজনক চুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির প্রচেষ্টা আমরা অব্যাহত রেখেছি।

গার্মেন্টস শিল্পে সার্বিক নিরাপত্তা সন্তোষজনক রাখতে মানসম্মত ও যথাযথ পরিদর্শন ও মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করেছি। চা-শ্রমিকদের জন্য অনুদান ১০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫ কোটি করা হয়েছে। আমাদের এ সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সুফল শ্রমজীবী মানুষ উপভোগ করছেন।

বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধনের মাধ্যমে আমরা শ্রমিক সংগঠন নিবন্ধন সহজতর করেছি। এখন শ্রমিক সংগঠন নিবন্ধন অনলাইনেও করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে গার্মেন্টস সেক্টরে রেজিষ্টার্ড শ্রমিক সংগঠন ১৩২টি থেকে বেড়ে ৬শ ৩২টি হয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে নিবন্ধিত শ্রমিক সংগঠন ৮০৪৬টি; অর্থাৎ, শ্রমিকরা এখন স্বাধীনভাবে সংগঠন করার অধিকার পাচ্ছেন।

আমরা ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছি। এতে এক কোটির বেশি লোকের কর্মসংস্থান হবে। আমি দেশী-বিদেশী সকল বিনিয়োগকারীকে যত্রতত্র শিল্প স্থাপন না করে এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ করতে অনুরোধ জানাই।

সুধিমন্ডলী,

আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি নারী। বিভিন্ন পেশায় নারীরা আজ অত্যন্ত সফল। বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী নারী গার্মেন্টস-সহ বিভিন্ন শিল্পে কাজ করছেন। আমরা নারীদের জন্য সমান মজুরি নিশ্চিত করেছি। নারী শ্রমিকদের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ডরমিটরি নির্মাণ করছি। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ঈশ্বরদীতে ৩টি ডরমিটরী কাম-ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করেছি। শীঘ্রই চট্টগ্রামের কালুরঘাটে এবং নারায়ণগঞ্জের বন্দরে দুইটি বহুতল শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

শ্রমিকদের সুস্বাস্থ্য ও উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে আমরা অকুপেশনাল ডিজিস হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য অঞ্চলের নৃ-গোষ্ঠীর শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য ১০ বেডের ক্লিনিক্যাল ও প্রশিক্ষণ সুবিধাসহ একটি শ্রম কল্যাণ কমপ্লেক্স নির্মাণ করে দিচ্ছি। শিল্প-কল-কারখানাসহ বিভিন্ন পেশায় নারীর এগিয়ে আসার এ ধারাকে আরও উৎসাহিত করতে আমি সকলের প্রতি আহবান জানাই।

প্রবাসে যারা চাকরি নিয়ে যাবেন, তাদের বলব, সরকারি নিয়ম মেনে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করবেন। দালালদের কাছে যাবেন না। সরকার আপনাদের সকল সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে।

অনেক শ্রমিক নেতাদের দেখি, কিছু একটা ঘটলেই বিদেশিদের কাছে ভুল বার্তা দিয়ে দেন। এভাবে দেশের ক্ষতি করে তাদের কি লাভ হয় জানি না! তাদের আমি বলব, দেশের ক্ষতি না করে, দেশের কল্যাণে কাজ করুন।

আমি শ্রমিক নেতাদের বলব, শুধু নিজেদের নয়, সবাইকে নিয়ে ভাবুন। আপনাদের ছোট ভুলে শ্রমিকসহ দেশের বৃহৎ ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। দেশের শিল্পায়ন ও শ্রমিক অধিকার রক্ষায় বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করবেন।

শিল্প উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হল সৌহার্দ্যপূর্ণ মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক। শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধিতে মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। মালিকদের শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার পূরণ করে কল-কারখানায় উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। তাদের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে। মালিকরা অবশ্যই মুনাফা করবে, কিন্তু শ্রমিকদের শোষণ করে নয়। শ্রমিক বঞ্চিত করলে শিল্পের উন্নয়ন হবে না। কারণ শ্রমিক হচ্ছে কারখানার প্রাণ।

শ্রমিকদেরও ঠিকমত কল-কারখানা চালাতে হবে। শিল্পের উৎপাদন বাড়াতে কাজ করতে হবে। কারণ শিল্প টিকে থাকলেই আপনাদের কর্মসংস্থান হবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয় এমন কোন কাজ করা যাবে না।

আওয়ামী লীগ সরকার শ্রমজীবী, মেহনতি মানুষের সরকার। আমরা সবসময় আপনাদের পাশে আছি। দাবি-দাওয়ার জন্য আন্দোলন করতে হবে না। বেতন ও অন্যান্য সুবিধা বাড়াতে আন্দোলন করতে হবে না। আমরা আপনাদের প্রয়োজন বুঝি। সবকিছুর ব্যবস্থা আমরা করব।

আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, শ্রমিকদের যেন কোন উসকানি না দিতে পারে, সেজন্য মালিক ও শ্রমিক নেতাসহ সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। আমাদের সরকার মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সব ধরণের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

সম্মানিত সুধী,

শ্রমঘন ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের বিকাশে স্বল্পসুদে ঋণ ও অর্থায়নের ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছি। এতে বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। পাঁচ কোটির বেশি মানুষ মধ্যম আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। এ কৃতিত্ব আপনাদের সকলের। আপনাদের নিরলস পরিশ্রমের ফলে দেশে এগিয়ে যাচ্ছে। এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করবই। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের আগেই উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

মহান মে দিবসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিক এবং মালিক পক্ষ, উভয়ই সুসম্পর্ক বজায় রেখে শিল্পোৎপাদনে আরও নিবেদিত হবেন- আজকের দিনে এই আমার আহ্বান।

সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...